২

# কলকাতার কড়চা

## সর্বজনীন

'সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে স্বর্গীয় অতীন বসু ১৯২৬ সালে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রবর্তন করেন।' লিখেছেন অতীন্দ্রনাথ বসুর জীবনীকার তাঁর চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ বসু (বইটির নাম: 'বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু স্মরণে')। জোড়াবাগানের বসু বংশের সন্তান অতীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছিলেন, বাড়ির দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রিত না হলে বাইরের কেউ পুজোয় যোগ দিতেন না। ১৯০৯ সালে ভবানীপুরে আদিগঙ্গার ধারে বলরাম বসু ঘাটে শুরু হয়েছিল একটি বারোয়ারি দুর্গোৎসব। পরের বছর পুজোটি শুরু হয় 'ভবানীপুর ধর্মোৎসাহিনী সভা'র তত্ত্বাবধানে। ওই বছর অপর এক পুজোর আয়োজক ছিল তেলিপাড়া বারোয়ারি, পরে যার নাম হয় 'শ্যামপুকুর আদি সর্বজনীন'। কারণ ওই তেলিপাড়া বারোয়ারি থেকেই জন্ম নেয় 'সিকদারবাগান সাধারণ দুর্গোৎসব' (১৯১১-তে) এবং পরে 'তেলিপাড়া সর্বজনীন' ও 'শ্যামপুকুর সর্বজনীন'। ১৯১৩ সালে পটলডাঙায় কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালি সিটি আর্কিটেক্ট উপেন্দ্রনাথ দত্ত পাড়ার অধুনালুপ্ত কুলতলীর মাঠে শুরু করেন দুর্গোৎসবের। ১৯১৪ থেকে 'পটলডাঙ্গা শ্রীশ্রী শারদীয়া মহাপূজা' শিরোনামের এই দুর্গোৎসবের আয়োজন হয় সীতারাম ঘোষের দেবোত্তর সম্পত্তি শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে। ১৯১৯-এ বাগবাজারের নেবুবাগান লেনের কালীকৃষ্ণ সরকারের বাড়ির উঠোনে জন্ম 'নেবুবাগান বারোয়ারী'র। ১৯৩০ থেকে এ পুজোর নাম হয় 'বাগবাজার সর্বজনীন'। অতীন্দ্রনাথের জীবনীকার লিখেছেন, 'কলকাতায় কোথাও কোথাও বারোয়ারী দুর্গাপূজা হত। খুব অল্প ও সেও নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে'। ১৯২৫-এ অতীন্দ্রনাথ শুরু করেন দুর্গোৎসব। "পরের বছর ১৯২৬ সালে, সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলায় 'সর্বজনীন দুর্গোৎসব' নাম দিয়ে এই দুর্গোৎসবের প্রবর্তন করেন"। প্রথম বছর থেকেই পলাশির যুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহ, বাঘা যতীনের বালেশ্বর এনকাউন্টার, মাতঙ্গিনী হাজরার বিদ্রোহ, অগস্ট আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে শুরু হয় পুতুল প্রদর্শনী। বীরাষ্টমীও চালু হয়। প্রথম দিকে প্রতিমাকে খাদির বস্ত্র পরানো হত। তখন সে প্রতিমার নাম হয়েছিল স্বদেশি ঠাকুর। প্রথম পূজারী ছিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। সেই পর্বে এই শহরে ত্রিপলের প্যান্ডেল চালু হয়নি। প্যান্ডেল হত হোগলা পাতায়। চল্লিশের দশকে হালসিবাগান মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে নিষিদ্ধ হয় হোগলা পাতার মণ্ডপ নির্মাণ। তাদের '৭৫ বছর স্মরণ করল সিমলা ব্যায়াম সমিতি সর্বজনীন। সঙ্গের ছবিটি ১৯২৬-এরই। সিমলা ব্যায়াম সমিতির সংগ্রহ থেকে। প্রসঙ্গত, ১৯২৬ সালেই কালীঘাটের হিন্দু মিশনের উদ্যোগে এক সর্বজনীন দুর্গোৎসব শুরুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত প্রতি দিন কলকাতার বড় বড় নেতারা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।